রাধাকৃষ্ণণের স্বজ্ঞামূলক চেতনার স্বরূপ :

Nature of Intuitive Apprehension :—

রাধাকৃষ্ণণের মতে জ্ঞান হচ্ছে নিজের অস্তিত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্য। জ্ঞান হল সেই যা বিষয় এবং বিষয়ীর পার্থক্য বা ভেদকে দূরীভূত করে। তাঁর মতে চেতনা এবং অস্তিত্বের সাথে একাত্মতা লাভ করে জ্ঞান। রাধাকৃষ্ণণ জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন - সরাসরি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং পরোক্ষ জ্ঞান। স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান (Intuitive apprehension) হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতালব্ধ (Sense-experience) ও বৌদ্ধিক জ্ঞান (Intellectual cognition) পরোক্ষ জ্ঞান।

রাধাকৃষ্ণণ জ্ঞানতত্ত্ব চর্চায় সম্ভাব্য জ্ঞানের উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞানের উৎপত্তিতে সম্ভাব্য তিনটি উৎস হল ১) ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা (Sense-experience), ২) বৌদ্ধিক জ্ঞান (Intellectual cognition) এবং ৩) স্বজ্ঞামূলক চেতনা (Intuitive apprehension)। সত্যকে জানার এই তিনটি পথ বিদ্যমান। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা বাহ্য বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলিকে জানতে পারি। এর দ্বারা আমরা বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে জানি। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কাজ হল ভৌতবস্তুর বাহ্যিক এবং অনুভবিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলিকে সংগ্রহ করা। অপরদিকে বৌদ্ধিক জ্ঞান হল এক প্রকার বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া। যে উপাত্ত বা তথ্যসমূহ আমাদের ইন্দ্রিয় সরবরাহ করে বোধি সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে এক নতুন সমন্বয় প্রত্যক্ষ করে। তবে এই জ্ঞান পরোক্ষ এবং প্রতীকী (symbolic)। বৌদ্ধিক জ্ঞান দ্বৈতসত্তাকে অবলম্বন করে - বিষয়ী (knower) এবং বিষয় (known)। তবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান এবং বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান উভয়ই সীমিত।

জ্ঞানলাভের তৃতীয় উৎস হল স্বজ্ঞা (Intuition)। বস্তুর বা বিষয়ের সরাসরি উপলব্ধি হল স্বজ্ঞা, এটি হল সত্যের তাৎক্ষণিক উপলব্ধি এবং সম্পূর্ণভাবে সরাসরি জ্ঞান, এখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক, এর অর্থ সত্যকে জানা মানে সত্য হয়ে ওঠা, যেমন - 'প্রেম', প্রেম কি? এই আবেগটিকে কোন বৌদ্ধিক চিন্তন দ্বারা বোঝানো

যায় না। আমরা কেবলমাত্র যুক্তি হলে বিষয়টিকে বুঝতে পারি। এভাবেই স্বজ্ঞা জ্ঞানের এবং প্রেম বিশ্বের সম্মুখে এসে হয়েছি। রাধাকৃষ্ণন বলেন স্বজ্ঞা সেইরূপ আধ্যাত্মিক চেতনা যেটি দেশ ও কালে বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি নয় আমাদের চিন্তার সামান্য ধারণাও নয়, বরং স্বজ্ঞা হল সম্যকজ্ঞান যা আত্মার গভীরতম উপলব্ধি। তিনি বলেন "Intuition is the ultimate vision of the profoundest being", অর্থাৎ 'স্বজ্ঞা অসীম সত্তার চূড়ান্ত দর্শন'। এক্ষেত্রে স্পষ্ট যে স্বজ্ঞা হল সত্য উপলব্ধির চূড়ান্ত মানদণ্ড। রাধাকৃষ্ণনের মতে পরম সত্তা অনির্বচনীয়, বিশুদ্ধ চেতনা, স্বাধীন এবং সম্ভাবনাময় এবং তাঁর মতে এই পরমসত্তা কেবল স্বজ্ঞা দ্বারা জ্ঞেয়, বৌদ্ধিক জ্ঞানলব্ধ নয়। তিনি বলেন স্বজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃসংবেদ্য এবং স্বয়ংপ্রকাশ। এটি অন্য আমাদের কাছে আসে একটি দৃষ্টি নিয়ে। এটি প্রজ্ঞার উর্দ্ধে, রাধাকৃষ্ণনের মতে স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান হল সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান। আত্মার গভীরতম উপলব্ধির দ্বারা যথার্থ জীবনযাপন - নৈতিক জীবনযাপন সম্ভব। তাই রাধাকৃষ্ণন বলেছেন "Intuition is not only perfect knowledge, but also perfect living".

রাধাকৃষ্ণনের জ্ঞানতত্ত্বে বুদ্ধি স্বজ্ঞার অধীন। বুদ্ধি স্বজ্ঞাকে বজায় রাখায় কাজ করে। স্বজ্ঞা বুদ্ধির সাথে বিরোধিতা করে না, বরং দুইয়ে কেবল বেমানান নয় বরং অত্যাবশ্যকরূপে সংবদ্ধ। রাধাকৃষ্ণন স্বজ্ঞাকে অখণ্ড সমগ্র রূপে গণ্য করেছেন। এই অখণ্ড সমগ্রে মনের ~~সমগ্র~~ সকল ক্রিয়াগুলি একত্র করে একীভূত করে ~~কি~~ বিকশিত করা হয়। বুদ্ধি, আবেগ, ইচ্ছা-এগুলো মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির টুকরো টুকরো বিকাশ, স্বজ্ঞা মানুষকে পরমাত্মার সাথে ঐক্যবিধান করে। স্বজ্ঞা প্রত্যেক ধর্মের ভিত্তি। তাঁর মতে ধর্মীয় জীবন হল বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছার সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপূর্ণতার মাধ্যমে স্বজ্ঞার অনুশীলন। স্বজ্ঞা হল সমস্ত সৃষ্টির মূল।

স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা নিজেই নিজের সাক্ষ্য বহন করে অর্থাৎ নিজে নিজেই সত্য। এটি স্বয়ং সত্য কারণ এর সত্যতার প্রমাণের জন্য অন্য কোন কিছুর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এর বৈধতা এবং সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা হওয়ার মুহূর্তেই। স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা বিষয় সম্পর্কে একটু আলাদাভাবে জ্ঞান দেয় আমাদের, কারণ একেক্ষেত্রে জ্ঞান কিভাবে ঘটে নিজেদের ঐ বিষয় হয়ে ওঠার মাধ্যমে। আমরা প্রত্যেকেই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম।

যেসব গভীরতম প্রত্যয় নিয়ে আমরা চিন্তা করি এবং বেঁচে থাকি, সেগুলি কখনোই প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা এবং যৌক্তিক জ্ঞান থেকে আমরা পাই না, সেগুলি পাই স্বজ্ঞা থেকে। জগতে মহান সত্যগুলি যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত নয় - বরং স্বজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে।